সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৫৮
WEEKLY BOOKLET:258

আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট মুহাররামের ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর

"মুহাররামুল হারাম" এ "হারাম" শব্দটি কেন? ২
মুহাররামুল হারামে খালি পায়ে থাকা কেমন? ৬
মুহাররামুল হারামে সদকা করার ফযীলত ১২
পহেলা জানুয়ারীতে নতুন বছরের মুবারকবাদ দেয়া কেমন? ১৬

উপস্থাপনায়
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিস
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖن ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই পুস্তিকাটি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর নিকট করা প্রশ্নাবলী ও এর উত্তর সম্বলিত

আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট মুহাররমের ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর

জা'নশিনে আমীরে আহলে সুন্নাতের দোয়া: **হে মুস্তফার ﷺ প্রতিপালক!** যে ব্যক্তি এই "আমীরে আহলে সুন্নাতের নিকট মুহাররমের ব্যাপারে প্রশ্নাবলী" পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে আহলে বাইতের ফয়যান দ্বারা সমৃদ্ধ করো এবং সৈয়্যদুশ শুহাদা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর সদকায় বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশের সৌভাগ্য দান করো।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় আমার প্রতি দশবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন আমার সে শাফায়াত লাভ করবে।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/২৬১, হাদীস ২৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রশ্নঃ "মুহাররামুল হারাম" এ "মুহাররাম" এর সাথে "হারাম" শব্দটি কেন?

উত্তরঃ "হারাম" শব্দটি "হালাল" এর বিপরীতে নয়, বরং এই হারাম শব্দটি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সম্মানিত ও পবিত্র, যেহেতু মুহাররাম মাস সম্মানিত ও পবিত্রতম হয়ে থাকে, তাই এর সাথে হারাম শব্দটি বলা হয়, যেমনিভাবে কাবা শরীফ যেই মসজিদে অবস্থিত, তার নাম মসজিদুল হারাম, যার অর্থ হলো: সম্মানিত ও পবিত্র মসজিদ।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৩/১৯৭)

প্রশ্নঃ মুহাররামের দিনগুলোতে এই শেরটি অনেক পাঠ করা হয়, এর ব্যাখ্যা করে দিন:

কতলে হোসাইন আসল মে মরগে এজিদ হে
ইসলাম জীন্দা হোতা হে হার কারবালা কে বাদ

উত্তরঃ জানিনা এটা কার লেখা শের? কিন্তু এর প্রকাশ্য অর্থ সঠিক যে, ইমামে আলী মকাম ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ প্রকাশ্যভাবে তো শহীদ হয়েছেন কিন্তু কিয়ামত পর্যন্ত এজিদের সম্মান ধুলিস্মাৎ হয়ে গেছে। এজিদ তিন বছর কয়েক মাস রাজত্ব করেছে, শুধু আলে রাসূলের রক্ত নয় আরো অনেক বড় বড় অত্যাচার করেছে, এর পর ৩৯ বছর বয়সে নিকৃষ্টভাবে মারা গেছে। (তারিখে তাবারী, ৪/৮৭) শহীদ তো জীবিত হয়ে থাকে। কুরআনে করীমে রয়েছে:

www.dawateislami.net

وَ لَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ یُّقْتَلُ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌؕ بَلْ اَحْیَآءٌ وَّ لٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ﴿۱۵۴﴾

(পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত ১৫৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর যারা **আল্লাহ**র পথে নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না; বরং তারা জীবিত; হাঁ, তোমাদের খবর নেই।

তাই যাদেরকে **আল্লাহ**র পথে হত্যা করে দেয়া হয়, তাদেরকে মৃত বলা তো দূরের বিষয়, মৃত মনেও করবে না, কেননা তারা জীবিত হয়ে থাকে কিন্তু মানুষ তা বুঝতে পারে না। এই কারণেই ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ শহীদ হয়ে স্থায়ী জীবন পেয়ে গেছেন। দ্বিতীয় লাইনের উদ্দেশ্য হলো: কুরবানির মাধ্যমে ও দ্বীনের জন্য মৃত্যুবরণ করার মাধ্যম ইসলাম জীবিত হয়, যখন মুসলমান ও তাদের ঈমান দৃঢ় হয় তখন ইসলাম শক্তিশালী হয়, ইসলামের জীবন এতেই যে, মুসলমান সর্বাবস্থায় কুরবানি দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবে। যখন মুসলমান ৩১৩ জন ছিলেন তখন তাঁরা বদরের ময়দানে ১০০০ জনের সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করে দিয়েছিলো এবং তাদেরকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিলো, কিন্তু আজকের মুসলমান উদাসীনতায় পড়ে আছে, চারিদিকে গুনাহে পরিপূর্ণ এবং অমুসলিমরা আমাদের উপর প্রাধান্য লাভ করেছে। কেউ কুরবানি দিলেও তা দুনিয়ার জন্যই দেয়, আখিরাতের ভাবনা কমে যাচ্ছে, এতটুকু কুরবানি তো আমাদের দেয়াই উচিৎ যে,

www.dawateislami.net

নামায পড়ে নেয়া, ঘুমের কুরবানি দিয়ে ফজরের জন্য উঠে যাওয়া, **আল্লাহ পাক** তৌফিক দিলে তবে তাহাজ্জুদও আদায় করা, নিজের ইবাদতকে বিশুদ্ধ করা এবং নিজের সময়ের কুরবানি দিয়ে মাদানী কাফেলায় সফর করা।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৩/৩৯২)

গবীর ও সাদা ও রঙিন হে দাসতানে হারাম
নেহায়ত ইস কি হোসাইন, ইবতিদা হে ইসমাইল

প্রশ্ন: এই বিষয়টি কতটুকু সঠিক যে, যার মর্যাদা যত বেশি হয়ে থাকে, তার পরীক্ষাও তত বড় হয়ে থাকে?

উত্তর: এরূপ হয়ে থাকে। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ**র পথে আমাকে তোমাদের সবার চেয়ে বেশি কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। (তিরমিযী, ৪/২১৩, হাদীস ২৪৮০) সবার পরীক্ষা ভিন্ন ভিন্ন ছিলো, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পরীক্ষার ধরন আলাদা ছিলো, অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام পরীক্ষার ধরন আলাদা ছিলো এবং সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর পরীক্ষার ধরন আলাদা ছিলো। সাহাবীয়ে রাসূল হযরত হাব্বাব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে জ্বলন্ত কয়লার উপর শোয়ানো হতো এবং উপরে পাথর রেখে দেয়া হতো, অনেক সময় তাঁর মুনীবও বুকের উপর উঠে যেতো, যখন তাঁর চর্বি বের হয়ে জ্বলন্ত কয়লার উপর পড়তো তখনই

www.dawateislami.net

কয়লা নিভে যেতো, কিন্তু এরপরও তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কখনো ইসলাম ত্যাগ করেননি।

(তাবকাতে ইবনে সাআদ, ৩/১২৩) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৩/৩৯৩)

প্রশ্ন: অনেকে মুহাররামুল হারামে সফর করতে নিষেধ করে থাকে, মুহাররামুল হারামে কি সফর করা যাবে?

উত্তর: যার যা ইচ্ছা হয় সে নিজের পক্ষ থেকে কোন কথা বলে দেয়। এরূপ বলা ব্যক্তি যদি মুহাররামুল হারামে মদীনায় যাওয়ার টিকেট পায় তবে কি সে ভাববে যে, আমি মদীনায় যাবো কি যাবো না? মুহাররামুল হারামে সফর করতে পারবে। **আল্লাহ পাক** মুহাররামুল হারামেও আমাদেরকে মদীনা শরীফ দেখালে আমরাও সফর করবো। اِنۡ شَآءَ اللّٰہ

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ২১৭ পর্ব, ১০ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: মুহাররামুল হারামের ১০দিনে এমন কোন আমল করা উচিৎ, যা শরয়ীভাবে সঠিক ও ইসালে সাওয়াবের জন্য উত্তম?

উত্তর: মুহাররামুল হারামের রোযার ফযীলত হাদীসে করীমায় বর্ণনা করা হয়েছে।[১] এছাড়াও নামায তো সারা

১. হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: রমযানের পর সবচেয়ে উত্তম রোযা হলো **আল্লাহ পাকের** মাস মুহাররমের। (মুসলিম, ৪৫৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৭৫৫)

www.dawateislami.net

বছরই ফরয। অনুরূপভাবে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকাও সারা বছরই জরুরী। মুহাররামুল হারাম যেহেতু মহিমান্বিত মাস, তাই এতে করা গুনাহের কঠোরতাও বেশি হবে, অর্থাৎ সাধারণ দিনের তুলনায় মুহাররামে হারাম বিভিন্ন কাজের গুনাহ আরো বড় হয়ে যাবে, যেমনিভাবে জুমার একটি নেকীর ৭০টি নেকীর সমান হয়ে থাকে আর একটি গুনাহ ৭০টি গুনাহের সমান হয়ে থাকে। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/৩২৩-৩২৫,৩৩৬) এছাড়াও রমযান শরীফ ও লাইলাতুল কদরে যদি কেউ গুনাহ করে তবে তা সাধারণ দিনের তুলনায় বেশি বড় গুনাহ গন্য হয়ে থাকে।

(মু'জামু সগীর, ১/২৪৮) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ২১৭ পর্ব, ১৫ পৃষ্ঠা)

প্রশ্নঃ কিয়ামত কি মুহাররামের ১০ তারিখে হবে?

উত্তরঃ জি, হ্যাঁ! আশুরার দিনে কিয়ামত সংগঠিত হবে এবং জুমার দিন হবে। (আবু দাউদ, ১/৩৯০, হাদীস ১০৪৬) এমনিতে তো অনেক জুমা এভাবেই অতিবাহিত হয়েছে, যাতে আশুরা ছিলো, কিন্তু এখনো কিয়ামতের অনেক নিদর্শন আসা বাকী রয়েছে। যাই হোক! কিয়ামত অবশ্যই হবে, এর উপর ঈমান রাখা আবশ্যক। (তাফসীরে রুহুল বয়ান, ২৪তম পারা, মুমিন, ৫৯নং আয়াতের পাদটিকা, ৮/১৯৯-২০০) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৩/৪০২)

www.dawateislami.net

প্রশ্নঃ হাদীসে পাকে ১০ই মুহাররামের রোযার সাথে ৯ই মুহাররাম বা ১১ই মুহাররামের রোযা মিলিয়ে রাখার প্রতি তাকিদ দেয়া হয়েছে,[১] যদি কোন ব্যক্তি এই তিনদিন ধারাবাহিকভাবে রোযা রাখে, তবে কি ঐ হাদীসের উপর আমল হবে?

উত্তরঃ যদি কেউ তিনদিনই রোযা রাখে তবে হাদীসে পাকের পরিপন্থি হবে না, কেননা হাদীসে পাকে তিনটি রোযা রাখতে নিষেধ করা হয়নি। যদি এই নিষেধাজ্ঞা থাকতো যে, শুধু ৯ই তারিখের রোযা রাখে বা ১১ই তারিখের রোযা রাখো, তবে আলাদা বিষয়, কিন্তু হাদীসে পাকে এথেকে নিষেধ করা হয়নি। যদি কেউ পুরো মুহাররাম মাসের রোযা রাখে তবে এতেও কোন সমস্যা নেই, এটা উত্তম বিষয়।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ২১৭ পর্ব, ৫ পৃষ্ঠা)

প্রশ্নঃ ১০ই মুহাররামে ইসমাদ সুরমা লাগানোর উৎসাহ রয়েছে, যদি সেদিন রোযা রাখা হয় তবে কি করবে?

উত্তরঃ রোযা অবস্থায় সুরমা লাগানো জায়িয, বরং যদি কণ্ঠনালীতে সুরমার প্রভাবও এসে যায় তবুও জায়িয, রোযা ভঙ্গ হবে না। (রাদ্দুল মুহতার, ৩/৪২১) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৩/৪০৫)

---

১. **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আশুরার দিন রোযা রাখো আর এতে ইহুদীদের এভাবে বিরোধীতা করো যে, আশুরার একদিন পূর্বে বা একদিন পরেও রোযা রাখো। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ১/৫১৮, হাদীস ২১৫৪)

www.dawateislami.net

প্রশ্নঃ যদি ইসলামী বোনদের কাযা রোযা অবশিষ্ট থাকে তবে কি তারা ৯ ও ১০ই মুহাররামুল হারামে রাখতে পারবে?

উত্তরঃ জি, হ্যাঁ! যদি কাযার নিয়্যতে রাখে তবে বিশুদ্ধ হবে, নফলের নিয়্যত করবে না। (যদি কেউ কাযা ও নফলের নিয়্যতে একই রোযা রাখে তবে কাযা রোযা আদায় হয়ে যাবে, কেননা কাযা রোযা আদায় করা নফলের তুলনায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ।)

(আল আশবাহ ওয়ান নাযাইর, ৩৫ পৃষ্ঠা) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৩/২৮৮)

প্রশ্নঃ মুহাররামুল হারামে কি নখ কাটা যাবে?

উত্তরঃ জি, হ্যাঁ! মুহাররামুল হারাম শরীফে নখ কাটা যাবে। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৬/৫০)

মুহাররামুল হারামে খালি পায়ে থাকা কেমন?

প্রশ্নঃ মুহাররামুল হারামের চাঁদ দেখা যেতেই অনেক মহিলা ও পুরুষ সেন্ডেল পরিধান করা ছেড়ে দেয় আর বলে: এটা আমাদের মান্নত, তবে তাদের এরূপ করা কেমন?

উত্তরঃ মুহাররামুল হারামের চাঁদ দেখা যেতেই সেন্ডেল না পরা ও খালি পায়ে থাকা যদি শোকের নিয়্যতে হয়, তবে তা হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার কাজ। পবিত্র শরীয়াতে তিনদিনের বেশি শোক পালন করা জায়িয নেই,

www.dawateislami.net

তবে মহিলারা স্বামীর মৃত্যুতে ৪ মাস ১০ দিন শোক পালন করবে। যদি কেউ শোকের নিয়্যতে নয় বরং এমনিতেই খালি পায়ে থাকে, তবে কোন সমস্যা নেই আর সে গুনাহগারও হবে না, অবশ্য মুহাররামুল হারামের শুরু দশদিনে মানুষ দুঃখ ও শোকের কারণেই খালি পায়ে থাকে, তাই তাদের সামঞ্জস্যতা থেকে বেঁচে থাকা উচিৎ। তাছাড়া খালি পায়ে থাকার মান্নত, কোন শরয়ী মান্নত নয় যে, তা পূরণ করা ওয়াজিব হবে আর এরূপ মান্নত করা কোন ফযীলতের মাধ্যম নয়। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ১/১৭৪)

শশুড়বাড়িতে মুহাররামুল হারামের চাঁদ দেখাতে সমস্যা নেই

প্রশ্নঃ এই বিষয়টি কতটুকু সঠিক যে, কনে বিবাহের প্রথম বছর শশুড়বাড়িতে মুহাররামুল হারাম বা সফরুল মুযাফফরের চাঁদ যেনো না দেখে?

উত্তরঃ এটাও একটি ভুল বিষয় যে, কনে বিবাহের প্রথম বছর মুহাররামুল হারাম বা সফরুল মুযাফফরের চাঁদ শশুড়বাড়িতে দেখবে না। ধরুন যদি কনের দৃষ্টিশক্তি দূর্বল হয় বা সে অন্ধ হয় অথবা তার ঘর কোন বিল্ডিংয়ে হয়, তবে সে বাপের বাড়িতে চাঁদ কিভাবে দেখবে? তাছাড়া যদি কনের

www.dawateislami.net

মা-বাবা মৃত হয় আর তার কোন ওয়ারিশ নাই তবে কি চাঁদ দেখার জন্য তাকে দারুল আমান পাঠাতে হবে? মনে রাখবেন! শরয়ীভাবে এমন কোন মাসআলা নেই যে, কনে বিবাহের প্রথম বছর মুহাররামুল হারাম বা সফরুল মুযাফফরের চাঁদ শশুড়বাড়িতে দেখবে না বরং এসবই মানুষের কুসংস্কার, যা বিলুপ্ত করা জরুরী।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ১/১৭৯)

প্রশ্নঃ যদি মহিলা ইদ্দত পালন করছে আর শাশুড়ী তাকে স্বামীকে মারার কটুক্তি করে বরং গালিও দেয়, এমতাবস্থায় মহিলা কি করবে?

উত্তরঃ ধৈর্যধারন করবে।

হে সবর তু খাযানায়ে ফেরদৌস ভাইউঁ!
আশিক কে লব পে শিকওয়া কভী ভি না আ'সাকে

মুহাররামুল হারাম মাসও ধৈর্যের শিক্ষা দেয়, কারবালার ময়দানে পবিত্র আহলে বাইতের উপর কিরূপ অত্যাচার করা হয়েছিলো, তাঁরা এতে ধৈর্যই ধারন করেছিলেন, অতএব সেই ইসলামী বোনও ধৈর্যই ধারন করবে যে, এছাড়া আর কোন সমাধানও নেই। বেচারী শাশুড়ী এভাবে বলে অযথা গুনাহগার হচ্ছে, তাকে বুঝানোর আর কোন পথ নেই। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৬/৪৬)

www.dawateislami.net

মাছ না খাওয়া ও নতুন পোশাক পরিধান করাকে দোষনীয় মনে করা কেমন?

প্রশ্নঃ মুহাররামুল হারামে মাছ না খাওয়া ও নতুন পোশাক পরিধান করাকে দোষনীয় মনে করা কেমন?

উত্তরঃ মুহাররামুল হারামে যদি কেউ শোকের কারণে মাছ না খায় ও নতুন পোশাক পরিধান করাকে দোষনীয় মনে করে তবে সে গুনাহগার হবে। জনসাধারণের মাঝে এটা প্রসিদ্ধ রয়েছে: আশুরার দিন মাংস খাওয়া উচিৎ নয়, আর করাচীতে যেখানে আমাদের পুরোনো বাড়ি ছিলো সেখানে মাংসের দোকান আশুরার দিন বন্ধ থাকতো, অতঃপর ধীরে ধীরে আশুরার দিন মাংসের দোকান খোলতে শুরু হয় আর এভাবে দোকান বন্ধ করার রীতি শেষ হয়ে গেলো। এখনো অনেকে আশুরার দিন মাংস খায় না আর খিচুড়ী খেয়ে নেয় অথচ খিচুড়ীতেও মাংস থাকে। এটি একটি আশ্চর্য বিষয় যে, খিচুড়ীর মাংস খেয়ে নেয় আর মাংসের তরকারী ও পোলাও বানিয়ে খাওয়াকে নিষেধ করে। মনে রাখবেন! মুহাররামুল হারাম নয় বরং সারা বছরের কোন মুহূর্ত বা কোন ঘন্টা এমন নেই যে, যাতে মাছ বা মাংস খাওয়া শরয়ীভাবে নিষেধ, অবশ্য যদি অন্য কোন বিশেষ কারণে নিষেধ হয়ে যায় তবে তা আলাদা বিষয়। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ১/১৭৮)

www.dawateislami.net

প্রশ্নঃ আশুরার দিন সদকা করার কোন ফযীলত থাকলে জানিয়ে দিন।

উত্তরঃ যে আশুরার দিন সদকা করবে, সে সারা বছর সদকা করার সাওয়াব পাবে। (কাশফুল খফা, ২/২৫৩, হাদীস ২৬৪১) সাধারণ মানুষ সদকা দ্বারা এটাই মনে করে যে, আটায় (চালের ভেতর) ডিম রেখে দিয়ে দেয়া, সাথে তেল রাখা হয়, এভাবে কালো ছাগল বা কালো মোরগকে সদকা মনে করা হয়, অথচ সদকা শুধু এর নাম নয়, সদকার উদ্দেশ্য হলো খয়রাত অর্থাৎ **আল্লাহ**র পথে খরচ করা, তাই যে জিনিসই **আল্লাহ**র পথে খরচ করা হবে, তাকেই সদকা ও খয়রাত বলা হবে। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৩/৪০৩)

প্রশ্নঃ অনেকে মুহাররামুল হারামে নিয়াযের (ফাতিহার) ব্যবস্থা করে ও খিচুড়ী বানায়। এর জন্য দোকান, মার্কেট (Markets) ও বিল্ডিং (Buildings) থেকে চাঁদাও (Donation) সংগ্রহ করা হয়। এতে কি কি সতর্কতা অবলম্বন করা উচিৎ?

উত্তরঃ এর জন্য রীতিমতো সমিতি (Associations) থাকে, যারা বাৎসরিক নিয়াযের ব্যবস্থা করে থাকে এবং এতে অসতর্কতাও অনেক করে থাকে। অনেকে তো ধমক দিয়েও

www.dawateislami.net

চাঁদা নেয় আর লোকেরা তাদের ভয়ে চাঁদা দিয়ে দেয়। স্বভাবতই এখন এই চাঁদা ঘুষ হয়ে যাবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৯/৬৫৩) আর এই টাকা দ্বারা নিয়ায করার অনুমতি হবে না বরং ঐ ব্যক্তিকে ততটাকা ফেরত দিতে হবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/৫৫১) অতঃপর এতে এটাও হয়ে থাকে যে, সারারাত জেগে যখন রান্না করা হচ্ছে, তখন হৈ হুল্লোড় করা হয়ে থাকে, মিউজিক চালানো হয়, মহল্লাবাসীরাও শোরগোল ও ধোঁয়া ইত্যাদিতে বিরক্ত হয়ে যায়, নামাযের কোন ঠিক ঠিকানা থাকে না, তাছাড়া সড়কও কারাপ করা হয়, ভাংচুর করা হয়, চিহ্ন পড়ে থাকে বরং অনেক সময় গর্তও রয়ে যায়, যাতে বৃষ্টির পানি জমা হয় আর কাদা সৃষ্টি হয়, এতে মশা ও মাছিও বৃদ্ধি পায় আর পথচারী মানুষেরও অনেক কষ্ট হয়, কেউ পড়ে যায়, কেউ আঘাতপ্রাপ্ত হয়, কারো ক্ষতি হয়। শুধু তাই নয়! কিছু লোক তো পশুও জবাই করে, যার ফলে রীতিমতো উৎসব শুরু হয়ে যায়।

তাবাররুক রান্না করা ভালো ও উত্তম কাজ

বিশুদ্ধ ও উত্তম পদ্ধতি হলো; চাঁদা তুলে বড় ডেক (পাতিল) রান্না করার পরিবর্তে মানুষ নিজের ঘরে এক (ডেকচি) পাতিল রান্না করে নিবে, কেননা আসল উদ্দেশ্য

www.dawateislami.net

হলো **আল্লাহ পাক**কে সন্তুষ্ট করা। যদি বন্ধু বান্ধবরা খুশি হয়ে মিলেমিশে টাকা জমা করে বড় ডেকচিতে রান্না করতে চায়, তবে বর্ণনাকৃত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। এর একটি সমাধান এটাও যে, বিভিন্ন স্থান কিচেন বানিয়ে রাখা হয়েছে, তাদের কাছ থেকে রান্না করে নিয়ে আসুন, হয়তো অনেকে কিচেন থেকে রান্না করিয়ে নিয়ে আসে, এতে উপকারীতা হলো যে, মানুষও কষ্ট থেকে পরিত্রাণ পেলো আর সড়কও নষ্ট হলো না। বুযুর্গ বা শহীদদের নিয়ায করা সাওয়াব, ভালো ও উত্তম কাজ, কিন্তু এতেও শরীয়াতের সীমার মধ্যে থেকে করতে হবে, তবেই তো উত্তম থাকবে এবং সাওয়াব পাওয়া যাবে। অন্যথায় গুনাহ করে করে তো অনেকে করছে।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৩/২১৮)

প্রশ্নঃ নিয়ায (তাবাররুক) বন্টন করার ব্যাপারে কিছু উপদেশ প্রদান করুন।

উত্তরঃ অনেক সময় মানুষ নিয়াযের (তাবাররুকের) ব্যবস্থা করে কিন্তু নিয়াযের নামে সম্পূর্ণ নিজেই খেয়ে নেয়। অনুরূপভাবে পশু জবাই করে এর কলিজা (Liver) এবং যকৃৎ (Kidney) ইত্যাদি সব নাশতার জন্য আলাদা করে নেয়া হয় এবং জনসাধারণের মাঝে একেবারেই বন্টন করা হয় না, এমনটি হওয়া উচিৎ নয়, যখন নিয়াযের ব্যবস্থা

www.dawateislami.net

করছেন তখন সবই খাইয়ে দিন এবং সবার মাঝে বিতরণ করে দিন। আর এমনও হয় যে, নিজের বা আত্মীয়ের কিংবা বন্ধু বান্ধবের ঘরে পাতিল পূর্ণ করে করে পৌঁছে দেয়া হয়, কিন্তু সাধারণ মানুষকে ধাক্কা খাওয়ায়। ভীড় বেশি হয়ে যায় ও মানুষ নিয়ায (তাবাররুক) নেয়ার জন্য মিনতি করতে থাকে যে, "আমাকে দিন, আমাকে দিন।" তখন মজা করার জন্য মিথ্যা বলে "শেষ শেষ" চিৎকার করে পাতিল (ডেকচি) বন্ধ করে দেয়া আর ভীড় কমে গেলে আবারো পাতিলে মুখ খুলে দেয়। অতঃপর ভীড় বেড়ে গেলে তবে আবারো একই আচরণ করা হয় এবং এরূপ কয়েকবারই হয়ে থাকে। এগুলো সবই মিথ্যা ও গুনাহ, এরূপ করা থেকে বিরত উচিৎ।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৩/২১৯)

প্রশ্নঃ ১০ই মুহাররামুল হারামের পূর্বে ও পরেও কি নিয়ায করা যাবে?

উত্তরঃ সারা বছর যখনই ইসালে সাওয়াব বা নিয়ায করা হোক না কেন সম্পূর্ণরূপে জায়িয আর এতে কোন সমস্যা নাই। এখন যদি মাকেও খিচুড়ী বানাতে হয়, বিবাহিত মেয়ে ও ছেলেকেও খিচুড়ী বানাতে হয়, অনুরূপভাবে শশুড়বাড়িতেও খিচুড়ী বানাতে হয়, তবে উত্তম হলো; একই দিন করার পরিবর্তে আলাদা আলাদা দিনে করে একে

www.dawateislami.net

অপরকে তাজা তাজা খিচুড়ী খাওয়ানো, এতেই বেশি উত্তম। অনুরূপভাবে কুরবানির ঈদের দিন বন্টন করা যেতে পারে, প্রথম দিনে আমরা করবো, দ্বিতীয় দিনে সে করবে আর তৃতীয় দিনে তারা করবে, এভাবে একে অপরের ঘরে তাজা তাজা মাংসের দাওয়াত খেতে পারবে। যাইহোক! ১০ই মুহাররামের দিন হলো একটি স্মৃতি এবং এর আলাদা একটি ফযীলত রয়েছে। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৩/৩০৯)

প্রশ্নঃ ১০ই মুহাররামে পরিবারের প্রতি প্রশস্ততার সাথে ব্যয় করতে হয়, আর আমরা ১০ই মুহাররামে মাদানী কাফেলায় থাকি, এই দিনে পরিবারের জন্য কিভাবে খরচ করবো?

উত্তরঃ পূর্বেই টাকা দিয়ে চলে যান বা আশুরার দিন পাঠিয়ে দিন। এখন তো যোগাযোগ করা আর জিনিস পৌঁছানো অনেক সহজ হয়ে গেছে, শুধুমাত্র করার লোক প্রয়োজন। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৩/৪০৩)

প্রশ্নঃ আপনার কারবালায়ে মুয়াল্লায় কখন হাজিরী হয়েছিলো?

উত্তরঃ কারবালায়ে মুয়াল্লায় হাজিরীর সাল আমার মনে নেই, অনেকদিন হয়ে গেছে। জীবনে দুইবার বাগদাদ

www.dawateislami.net

শরীফের সফর করেছিলাম আর দু'বারই কারবালা শরীফের হাজিরীও হয়েছিলো। (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৩/১৯৮)

প্রশ্নঃ যদি কারবালার কোন স্মৃতিময় ঘটনা থাকে তবে শুনিয়ে দিন।

উত্তরঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমার দু'বার বাগদাদ শরীফ ও কারবালা শরীফে হাজিরী হয়েছে, নজফে আশরাফেও হাজিরীর সৌভাগ্য পেয়েছি আর হযরত হুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নূরানী মাযারেও হাজিরীর সৌভাগ্য পেয়েছি। কারবালার স্মৃতিময় ঘটনা হলো; আমরা সেখানে ফেরাত নদীর পানি পান করিনি অথচ মানুষ সেই পানি পান করছে। হলো কি, আমি বাগদাদ শরীফ থেকে পানি সাথে নিয়ে গিয়েছিলাম আর আমরা সবাই রোযা ছিলাম, রোযা অবস্থাতেই কারবালার সম্পূর্ণ হাজিরী হয়েছে, এভাবে পানি পান করার সুযোগ হয়নি, যখন মাগরীবের সময় হলো তখন আমরা হযরত হুর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নূরানী মাযারে উপস্থিত ছিলাম, যা ছিলো কারবালার বাইরে, আমাদের নিকট যেই পানি ছিলো তা দিয়েই আমরা ইফতার করে নিলাম। পরে আমাদের মনে হলো, ভালই হয়েছে যে, ফোরাত নদীর পানি পান করিনি, কেননা যেই পানি আলী আসগর পায়নি, তাঁর আব্বাজান ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ

www.dawateislami.net

পায়নি, পবিত্র আহলে বাইতের জন্য যেই পানি বন্ধ করা হয়েছিলো, আমরাও সেই পানি পান করিনি। সম্ভবত প্রথমবারের হাজিরীতে এই মানসিকতা হয়েছিলো এবং দ্বিতীয়বারের হাজিরীতে ইচ্ছা করেই পান করিনি। হায়! এমন প্রেরণা যদি পেয়ে যেতাম।

খুশক হো জা খাক হো কর খাক মে মিল জা ফেরাত
খাক তুঝ পর! দেখ তু! সুখি যবানে আহলে বাইত

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৩/৩৯৩)

প্রশ্নঃ পহেলা জানুয়ারীতে নতুন বছরের মুবারকবাদ দেয়ার ব্যাপারে আপনি কি বলেন?

উত্তরঃ মনে হচ্ছে, কাফেররা অন্তরের উপর রাজত্ব করা শুরু করে দিয়েছে। আর আমরা তাদের তোষামোদ করছি, তাদের পেছনে হাত বেধে ঘুরে বেড়াচ্ছি, হায় আফসোস! মুসলমানের কি অবস্থা হয়ে গেছে! **আল্লাহ পাক** আমরা মুসলমানদের প্রতি দয়া করুক। Happy New Year তো তাদেরই পদ্ধতি, আমরা তো বাল্যকালে শুনিনি, কিন্তু এখন হয়তো বেড়ে গেছে। হায়! আমাদের এখানে যেনো পহেলা মুহাররামুল হারামে একে অপরকে (নতুন বছরের) মুবারকবাদ দেয়ার রীতি হয়ে যায়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এটা মাদানী

www.dawateislami.net

বছর। হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তা শুরু করেছেন এবং এর সম্পর্ক হিজরতের সাথে। (তারিখুল খোলাফা, ১০৮ পৃষ্ঠা)

আমি তো অনেক চেষ্টা করে দেখেছি, ইসলামী তারিখ প্রচলিত হয়ে যাক। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ আমার আজ ইসলামী তারিখ যুলহজ্জিতুল হারামের নবম রাত মনে আছে। আজ মিনা শরীফে লাখো হাজীর সমাগম ও চারিদিকে লাইনের পর লাইন।

ফাযা মে লাব্বাইক কি সাদায়ে আয ফরশ তা আরশ গুঞ্জতিহে
হার ইক কুরবান হো রাহাহে যবাঁ পে ইয়ে কিস কা নাম আয়া
ইয়ে কোন সর সে কাফন লাপেটে চালা হে উলফত কে রাস্তে পর
ফিরিশতে হয়রাত সে তক রাহে হে ইয়ে কোন যি ইহতিরাম আয়া
যাহে মুকাদ্দার হুযুরে হক সে সালাম আয়া, পায়াম আয়া
ঝুকাও নযরেঁ বিছাও ফলকেঁ আদাব কা আলা মকাম আয়া

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ আমি তো আমার সাক্ষরেও ইসলামী তারিখ লিখে থাকি। এখন যেখানে ইংরেজী তারিখের প্রয়োজন হয় তাও লিখতে হয়। কখনো ইংরেজী তারিখই জানা থাকে ইসলামী তারিখ জানা থাকে না তখন তা লিখি। আপনারা সবাই সাক্ষী থাকুন, আমি হিজরী সনকে ভালবাসী। আমার **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যখন মদীনা শরীফ হিজরতের জন্য তাশরীফ নিলেন, সেই সময়কার স্মৃতি হিসাবে এই বছর। আমীরুল মুমিনিন হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তা প্রচলন

www.dawateislami.net

করেন, এই অনুযায়ী আমল করাতে সুন্নাতের সাওয়াব পাওয়া যাবে আর এটা ফারুকে আযমের সুন্নাত সাব্যস্ত হলো। আমার **নবী, প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমার সাহাবারা নক্ষত্রের মতো, যাঁরই অনুসরন করবে হেদায়ত লাভ করবে। (মিশকাতুল মাসাবিহ, ২/৪১৪, হাদীস ৬০১৮) সুন্নাতে সাহাবার উপর আমল করার اِنْ شَآءَ الله সাওয়াব পাওয়া যাবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আরব দেশেগুলোতে নতুন বছর মুহাররমের প্রথম তারিখ থেকেই শুরু করার রীতি রয়েছে।

(মাদানী মুযাকারার ১৩৭টি প্রশ্নোত্তর, ১৪ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: মুহাররামুল হারামে কবরস্থানে যাওয়ার কি কোন ফযীলত রয়েছে? তাছাড়া কবরস্থানে যাওয়াতে কি কি সতর্কতা অবলম্বন করবে?

উত্তর: মাকতাবাতুল মদীনার পুস্তিকা "কবরবাসীদের ২৫টি ঘটনা" এর ৪৬ নম্বর পৃষ্ঠায় রয়েছে: বরকতময় দিনেও কবরের যিয়ারত উত্তম, যেমন; দুই ঈদ (অর্থাৎ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা), ১০ই মুহাররামুল হারাম ও যিলহজ্বের প্রথম দশক। (ফতোওয়ায়ে হিন্দীয়া, ৫/৩৫০) আশুরার দিন কবরস্থানে যাওয়া ভালো, কিন্তু কবরস্থানে যাওয়াতে এই সতর্কতা অবলম্বন করুন যে, কোন কবরে পা রাখবেন না। আমাদের এখানে

www.dawateislami.net

কবরস্থানে আগোছালোভাবে কবর হয়ে থাকে আর অনেকে কবরকে পদদলিত করে চলে যায়। মুসলমানের কবরে পা রাখা হারাম। (বাহারে শরীয়াত, ১/৮৪৭, ৪র্থ অংশ) বরং যদি কবরকে নিশ্চিহ্ন করে রাস্তা বানানো হয় তবে এতেও চলাচল করা হারাম। (বাহারে শরীয়াত, ১/৮৪৭, ৪র্থ অংশ) এমনকি যদি সন্দেহও (Doubt) হয় যে, এখানে কবর নিশ্চিহ্ন করে রাস্তা বানানো হয়েছে, তবে এর উপর চলাও হারাম। (দুররে মুখতার, ৩/১৮৩) যারা এই পর্যন্ত কবরের উপর চলাচল করে আসছে, তাদের সবার তাওবা করা আবশ্যক এবং ভবিষ্যতে এসব থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব। অনেকে কবরের উপর অকারণে মাটি দেয় বা পানি দেয়, এটা অহেতুক কাজ। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৩৭৩) মাটিকে নরম করা বা গাছ লাগানো থাকলে তবে এর জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু পানি দেয়া যেতে পারে। (দুররে মুখতার, ৩/১৬৯) অবশ্য মৃতকে দাফন করার পর কবরের মাটিতে পানি দেয়া সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত।

(মু'জামু আওসাত, ৪/৩৩২, হাদীস ৬১৪৬) (আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ৩/৩৩৮)

প্রশ্নঃ পহেলা মুহাররামুল হারামে যেই ১৩০ বার "بسم الله শরীফ" লিখা হয়, তা লিখার পদ্ধতি জানিয়ে দিন।

উত্তরঃ যখনই পরিধান করা, পরিধান করানো বা ঝুলানোর জন্য তাবীয হিসাবে কোন আয়াত বা ইবারত

www.dawateislami.net

লিখবে তবে বৃত্ত বিশিষ্ট হরফগুলোর বৃত্ত খোলা রাখতে হবে, যেমন; "الله" এর "ه" এবং "رحمٰن" ও "رحیم" উভয়ের "م" এর গোলাকার বৃত্ত খোলা থাকবে। লিখার সময় তাশদীদ, খাড়া যবর এবং অন্যান্য ইরাব লাগানো জরুরী নয়, যেমন; "بسم الله الرحمن الرحیم" আর যদি লাগায় তবেও সমস্যা নাই।

(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণী সমগ্র, ১২৬ পর্ব)

পহেলা মুহাররামুল হারামে "بسم الله الرحمن الرحیم" ১৩০ বার (হাতে) লিখে (বা লিখিয়ে) যে ব্যক্তি নিজের নিকট রাখবে (বা প্লাষ্টিকে মুড়িয়ে, রেক্সিন বা চামড়া দিয়ে সেলাই করে পরিধান করে নিবে) اِنْ شَآءَ الله সারাজীবন তার বা তার পরিবারের কারো কোন প্রকারের ক্ষতি সাধিত হবে না। (হাতে লিখিত তাবীযের যেই বরকত হয়ে থাকে, তা ফটোকপি বা কম্পোজিং করাতে হয়না) **(ফয়যানে সুন্নাত, ১০২ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪৫১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-কারাম শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৫৫৪০৩৫৮৬

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭১৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net